দৈনিক
ইত্তেফাক

তারিখ ... 29 NOV 2017 ...
পৃ ... ৫ ... কলাম ... ৫ .....

এসএসসির ফরম পূরণে অতিরিক্ত অর্থ আদায়

দোহার ও নবাবগঞ্জ

■ দোহার- নবাবগঞ্জ (ঢাকা) সংবাদদাতা

ঢাকার দোহার ও নবাবগঞ্জ উপজেলার কয়েকটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে এবারের এসএসসি পরীক্ষার ফরম পূরণে অতিরিক্ত অর্থ আদায়ের অভিযোগ উঠেছে। শিক্ষার্থীরা জানান, রেজিস্ট্রেশন ফি, কোচিং ফি, মডেল টেস্ট বিভিন্ন খরচের কথা বলে শিক্ষা বোর্ড নির্ধারিত ফির চেয়ে তিন থেকে চারগুণ পর্যন্ত টাকা আদায় করছে স্কুল কর্তৃপক্ষ।

উপজেলা দুটির মাধ্যমিক শিক্ষা অফিস সূত্রে জানা যায়, ২০১৮ সালের এসএসসি পরীক্ষার ফরম পূরণের জন্য মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড বিজ্ঞান বিভাগের শিক্ষার্থীদের জন্য মাথাপিছু ১ হাজার ৭৫০ টাকা, ব্যবসায় শিক্ষার জন্য ১ হাজার ৫৫০ টাকা এবং মানবিক বিভাগের জন্য ১ হাজার ৩৫০ টাকা ফি নির্ধারণ করেছে। এর অতিরিক্ত টাকা নেওয়ার নিয়ম নেই।

উপজেলার বারুয়াখালী উচ্চ বিদ্যালয় বিজ্ঞান বিভাগের পরীক্ষার্থীদের কাজ থেকে ৩ হাজার ৭২৫ টাকা এবং ব্যবসায় শিক্ষা ও মানবিক বিভাগের পরীক্ষার্থীদের কাজ থেকে ৩ হাজার ৬৩৫ টাকা করে নেওয়ার অভিযোগ করেছেন ঐ বিদ্যালয়ের এবারের এসএসসি পরীক্ষার্থীরা। এ বিষয়ে ঐ বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক মোঃ হুমায়ন কবির বলেন, আমরা পরীক্ষার্থীদের কাছ থেকে কোনো অতিরিক্ত টাকা নেই নি।

এ ছাড়া কৈলাইল টেকনিক্যাল উচ্চ বিদ্যালয় প্রতি বিভাগের পরীক্ষার্থীদের কাজ থেকে ফরম পূরণ বাবদ ৬ হাজার টাকা করে নেওয়া হয়েছে বলে ঐ স্কুলের প্রধান শিক্ষক দেলোয়ার হোসেন খান নিজেই স্বীকার করে বলেন, উপজেলার সব স্কুলেই ৫ থেকে ৬ হাজার টাকা নিচ্ছে তাই আমরাও নিচ্ছি। এবং শোল্লা ইউনিয়নের উত্তর বালুখণ্ড পিজি উচ্চ বিদ্যালয়ের পরিক্ষার্থী মোঃ রনি, মোঃ হাসান, ফাতেমা এবং নিপা আক্তার অভিযোগ করে বলেন, বোর্ডের নির্ধারিত ফি হচ্ছে ১ হাজার ৫৫০ টাকা থেকে ১ হাজার ৩৫০ টাকা পর্যন্ত। কিন্তু স্কুল কর্তৃপক্ষ আমাদের কাছ থেকে ফরম পূরণের কথা বলে ৫ হাজার ৮শ' টাকা নিয়েছে। জানতে চাইলে ঐ স্কুলের ভারপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক প্রদীপ চন্দ্র সরকার ৫ হাজার ৮শ' টাকা নেওয়ার বিষয়টি স্বীকার করে বলেন, স্কুলের স্বার্থে নেওয়া হয়েছে। অপরদিকে দোহার উপজেলার পরীক্ষার্থীরা জানান, এবার এসএসসি ফরম পূরণের কথা বলে মালিকান্দা মেঘুলা স্কুল এন্ড কলেজ ৪ হাজার, কবি নজরুল বালিকা উচ্চ বিদ্যালয় ৪ হাজার ২শ', বেগম আয়শা পাইলট উচ্চ বিদ্যালয় ৬ হাজার, নারিশা উচ্চ বিদ্যালয় ৫ হাজার করে টাকা আদায় করছে।

নারিশা উচ্চ বিদ্যালয়ের পরীক্ষার্থী সিফাত বলেন, স্কুল কর্তৃপক্ষ আমাদের কাছ থেকে রেজিস্ট্রেশন ফি ১ হাজার ৫৫০ টাকা, কোচিং ফি ২ হাজার টাকা করে আদায় করেছে। এ ছাড়া যারা এক বিষয়ে ফেল করেছে তাদের কাছ থেকে ১ হাজার টাকা এবং যারা দুই বিষয়ে ফেল করেছে তাদের কাছ থেকে ২ হাজার করে টাকা নিয়ে তাদের পরীক্ষা দেওয়ার সুযোগ দিয়েছে বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ।

অতিরিক্ত টাকা নেওয়ার বিষয়ে জানতে চাইলে নারিশা উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক আজিম খান বলেন, আমরা বোর্ডের নির্ধারিত ফির চেয়ে কোনো অতিরিক্ত টাকা নেই নি।

নবাবগঞ্জ উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা কর্মকর্তা মোঃ ফারুক আহম্মেদ বলেন, অনেক আগেই উপজেলার সবকয়টি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে চিঠি দিয়েছি বোর্ড ফির চেয়ে অতিরিক্ত টাকা না নেওয়ার জন্য। এরপরেও যদি কোনো স্কুল কর্তৃপক্ষ এসএসসি পরীক্ষার্থীদের কাছ থেকে অতিরিক্ত টাকা আদায় করে থাকে তবে অভিযুক্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোর বিরুদ্ধে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

দোহার উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা কর্মকর্তা মোঃ লিয়াকত বলেন, বোর্ডের নির্ধারিত ফির চেয়ে অতিরিক্ত কোনো টাকা নেওয়ার নিয়ম নেই। যদি কোনো শিক্ষা প্রতিষ্ঠান নিয়ে থাকে তা হলে ব্যবস্থা নেওয়া হবে।